কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.৮০.০০০০.০৮৩.১৪.১৩৩.১৪-১৪৯ তারিখঃ-০৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **"Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihoods in Selected Districts of South Bangladesh (CLAP)"** শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এর স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিএআরসি এবং GIZ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihoods in Selected Districts of South Bangladesh (CLAP)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা গত ০৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ (০৩ পৃষ্ঠা)।

০৯.১১.১৫

(মোহাম্মদ ফাহিম আফসান চৌধুরী)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৭৬৭৭
ই-মেইলঃ fahim_moa@yahoo.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ বেগম শাহিন ইসলাম, যুগ্ম সচিব, ইউরোপ-২ অধিশাখা)
২. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)
৩. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ যুগ্ম প্রধান, কৃষি)
৪. সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ যুগ্ম প্রধান, ফসল উইং)
৫. অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১।
১২. যুগ্ম প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপ প্রধান-১, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ লাইভলিহুডস ইন সাউথ বাংলাদেশ (CLAP), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

উন্নয়ন সহযোগী

১৫. কান্ট্রি ডাইরেক্টর, জিআইজেড, রোড-৯০, হাউজ ১০/ সি, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২।
(দৃঃ আঃ ডঃ পূর্ণিমা ডরিস চট্টোপাধ্যায়-দত্ত, প্রিন্সিপাল এডভাইজার, CLAP প্রজেক্ট)

সদয় অবগতির অনুলিপিঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাক (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয় ঃ **"Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihoods in Selected Districts of South Bangladesh (CLAP)"** শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এর ০৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প **"Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihoods in Selected Districts of South Bangladesh (CLAP)"** এর স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা গত ০৪/১১/২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-ক'তে সন্নিবেশিত হলো।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। সভাপতির আহ্বানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৩। উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক প্রথমে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের (বরগুনা,পটুয়াখালী ও ভোলা) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা জনসাধারণের জীবন-মান উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জার্মান সরকারের German Development Cooperation (GIZ)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং GIZ কর্তৃক "Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihood in South-West Bangladesh (CLAP)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৮৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৫২৭০.০০ এবং জিওবি (শুধু সিডি ভ্যাট বাবদ) ১৫.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের বিএআরসি অংগের অনুকূলে ৯৬৯.০০ লক্ষ টাকা এবং GIZ অংগের অনুকূলে ৪৩১৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিকূল জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের (বরগুনা,পটুয়াখালী ও ভোলা) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা জনসাধারণের জীবন-মান উন্নয়ন। প্রকল্পের গবেষণা অংশের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী মৌলিক ও অভিযোজনীয় গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় গবেষণা সরঞ্জামাদি ক্রয় । প্রকল্প প্রস্তাবে GIZ-এর অর্থায়নে পটুয়াখালীর লেবুখালিতে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট (বারি) এর Regional Horticulture Research Centre এ একটি Climate Change Adaptation Research Centre (CCARC) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র কৃষককুলের জীবনমানের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.১। সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় GIZ কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্প সাহায্য অদ্যাবধি না পাওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে প্রকল্পের আওতায় কোন ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (বীজ) বলেন, প্রকল্পের আওতায় এত স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব নয়। এ প্রসংগে বিএআরসি'র সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুযোগ নেই, শুধুমাত্র প্রকল্প এলাকার উপযোগী ৫০টি নতুন প্রযুক্তির প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Trial) কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত আছে।

৩.২। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে কোন অগ্রগতি না থাকায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী GIZ ও বিএআরসি'র মধ্যে Implementation Agreement স্বাক্ষরের পরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে। এ প্রেক্ষিতে GIZ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া Implementation Agreement এ বিএআরসির অনুকূলে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে যা অনুমোদিত টিপিপি ও স্বাক্ষরিত MOU এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, Implementation Agreement অবশ্যই অনুমোদিত টিপিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এতে ব্যত্যয়ের কোন সুযোগ নেই। কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান বলেন, প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৫-তে অনুমোদিত হয়। এর পরবর্তীতে আগস্ট, ২০১৫-তে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পরে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে বিএআরসি কর্তৃক Implementation Agreement স্বাক্ষরের কার্যক্রম প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথে গ্রহণ করা উচিত ছিল। এতে প্রকল্পের কার্যক্রম কিছুটা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হত মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩.৩। GIZ-এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি গ্রহণ করার বিষয়ে ২০১২ সাল থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কিন্তু অনুমোদিত হয় ২০১৫ সালের মার্চ মাসে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্প সাহায্য জার্মান সরকার GIZ-এর মাধ্যমে অনুদান হিসেবে প্রদান করবে ও তা জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে বিধায় বিএআরসি অংগে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্প অনুমোদনের সময় এ বিষয়ে GIZ হতে কিছু জানানো হয়নি। এক্ষেত্রে, বিষয়টি পূর্বে জানানো হলে প্রকল্পটি আদৌ গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। বিএআরসি'র প্রতিনিধি এ প্রসংগে উল্লেখ করেন প্রকল্পের অনুমোদিত কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ কার্যক্রম টিপিপির নির্ধারিত মেয়াদ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শুধুমাত্র পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য বেশী সময় প্রয়োজন হলেও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে এ খাতের অর্থ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড় করা যেতে পারে।

৩.৪। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), টিপিপি অনুমোদনের পূর্বে GIZ কর্তৃক কোন ব্যয় করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে GIZ-এর প্রতিনিধি তার নিকট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য নেই মর্মে সভাকে অবাহিত করেন। তবে তিনি এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তিনি বলেন GIZ অংগে প্রকল্পের আওতায় কিছু মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে বাস্তবায়িত CARP Project এর প্রকল্প এলাকা ও আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা একই হওয়ায় CARP Project এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কিছু ব্যয় করা হয়েছে। সভাপতি এ প্রসংগে বলেন, অনুমোদিত টিপিপি ও স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। এর কোন ব্যত্যয় হলে তা চুক্তির সম্পূর্ণ লংঘন। তিনি প্রকল্পের আওতায় GIZ অংগে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত ও খাতভিত্তিক আগামী ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে নিশ্চিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য GIZ-এর প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান। এ প্রসংগে বিএআরসি'র প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের GIZ অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প দপ্তরের যথোপযুক্ত সম্পৃক্ততা না থাকায় প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিএআরসি'র অবহিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৩.৫। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) বলেন, অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এনজিও নির্বাচনের পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএআরসি'র মতামত গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। যুগ্ম প্রধান বলেন, অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএআরসি'র সাথে আলোচনা ছাড়া এনজিও নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই। তবে GIZ যদি আলোচনা ছাড়া এনজিও নিয়োগ করে থাকে তা সঠিক হয়নি। ইতোমধ্যে এনজিও নিয়োগ হয়ে থাকলে কি কি শর্তে ও কোন এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে তা ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তিনি GIZ-এর প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপির ব্যত্যয় ঘটিয়ে একপাক্ষিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হলে তার দায়ভার কৃষি মন্ত্রণালয় বহন করবে না।

৩.৬। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় গবেষণা সরঞ্জামাদি ক্রয়, পটুয়াখালীর লেবুখালিতে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট (বারি) এর

Regional Horticulture Research Centre এ একটি Climate Change Adaptation Research Centre (CCARC) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত থাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিএআরসি কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন, এনজিও নিয়োগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করার জন্য GIZ কে পূর্বেই অনুরোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটে থাকলে তা অবশ্যই অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী সঠিক হয়নি।

৩.৬। বিএআরসি'র সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা) সভাকে জানান, প্রকল্পের মেয়াদ আছে ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে বিএআরসি অংগে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় তিনি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। সভাপতি এ প্রসংগে বলেন, প্রকল্পে বিএআরসি'র অনুকূলে বরাদ্দ মোট প্রকল্প বরাদ্দের মাত্র ১৮ শতাংশ অতএব অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী বিএআরসি অংগে কোন কার্যক্রম বাদ দেওয়া হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই। তবে প্রকল্পের মেয়াদ যদি যৌক্তিক কারণে বৃদ্ধি করতেই হয় তাহলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে তিনি তার পূর্বে টিপিপির সাথে GIZ প্রেরিত Implementation Agreement এর মধ্যে কি কি অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে নিশ্চিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বিএআরসিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। GIZ হতে চাহিত তথ্য প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম বিবেচনা করা হবে। তিনি GIZ ও বিএআরসি হতে তথ্য প্রাপ্তির পর তা পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা অনুবিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১. GIZ প্রকল্পের আওতায় তাদের অংগে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত ও খাতভিত্তিক আকারে আগামী ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে নিশ্চিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

২. প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপির ব্যত্যয় ঘটিয়ে একপাক্ষিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হলে তার দায়ভার কৃষি মন্ত্রণালয় বহন করবে না।

৩. GIZ যদি এনজিও নিয়োগ করে থাকে তাহলে কি কি শর্তে এবং কোন এনজিও নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তা ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

৪. Implementation Agreement অবশ্যই অনুমোদিত টিপিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অনুমোদিত টিপিপির আওতায় প্রকল্পের বিএআরসি অংগে অনুমোদিত কার্যক্রম ও অর্থ সংস্থানের কোনরুপ হ্রাস করা যাবেনা;

৫. বিএআরসি অনুমোদিত টিপিপির সাথে GIZ প্রেরিত Implementation Agreement এর মধ্যে কি কি অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার মধ্যে নিশ্চিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

৬. প্রকল্পের GIZ অংগের কার্যক্রম সর্ম্পকে বিএঅবারসিকে অবহিত করতে হবে;

৭. GIZ ও বিএআরসি হতে তথ্য প্রাপ্তির পর প্রকল্পটির বিষয়ে অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

শ্যামল কান্তি ঘোষ
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়